জীবন জীবনের জন্য

ঋণদাতা সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

জীবন জীবনের জন্য

ঊদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

জীবন জীবনের জন্য

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

উপদেশক

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
মোঃ আবদুল করিম
অধ্যাপক শফি আহমদ

সম্পাদক

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ মশিয়ার রহমান

সম্পাদনা পরিষদ

গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
মোঃ রেজাউল ইসলাম
আবদুল্লাহ মোহাইমিন
সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৯

ছবি

পিকেএসএফ আর্কাইভ

মুদ্রণ

লেজারস্ক্যান লিমিটেড, ১৯৩/১-এ, রোকেয়া আহসান মঞ্জিল
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

‘যখনই
আপনি সংশয়াচ্ছন্ন ...
প্রথম পরীক্ষাটি প্রয়োগ করুন। স্মরণ
করুন আপনার দেখা দরিদ্র ও দুর্বলতম সেই
(রুগ্ন) মানুষের মুখ এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি
যে পদক্ষেপ গ্রহণে মনস্থির করেছেন, তা তার জীবনে
আদৌ কোন উন্নতি সাধন করবে কিনা ... সমাজ
যা বিবেচনায় রাখে শেষে, প্রকৃত উন্নয়ন তা
রাখে সর্বাগ্রে’

মহাত্মা গান্ধী

সাভারের সোমভাগ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম
পরিদর্শনে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

সূচিপত্র

০৭ বাণী

০৮ মুখবন্ধ

০৯ প্রাক-কথন

১১ উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

১৩ বাংলাদেশে ভিক্ষুক পরিস্থিতি

১৪ ভিক্ষাবৃত্তি: নেপথ্যের কারণ ও করণীয়

১৫ ভিক্ষুক পুনর্বাসনে বিবেচ্য বিষয়

১৯ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

২৯ এসডিজি অর্জনে ভূমিকা

৩০ কেইস স্টাডি

৩৪ অনুভূতির কড়চা

৩৮ ভবিষ্যৎ আশাবাদ

৪০ পরিশিষ্ট: সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত ইউনিয়ন ও সংস্থাসমূহের তালিকা

উদ্ভাবন সংস্কৃতি-সচেতনতা প্রশিক্ষণ সম্পদ পুনর্বাসন সাম্য ন্যায়বিচার
সমতা পুঁজি দারিদ্র্য সমৃদ্ধি সক্ষমতা আয়বৃদ্ধি
সম্পদ উদ্ভাবন সাম্য টেকসই-উন্নয়ন উদ্ভাবন
মানবমর্যাদা অতিদারিদ্র্য মূল্যবোধ
সমতা ন্যায়বিচার উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্তি পুঁজি
প্রশিক্ষণ নৈতিকতা

বাণী

মানুষের জীবন বহুমাত্রিক। তাই দরিদ্রতাও বহুমাত্রিক। বহুমাত্রিক এই দারিদ্র্যকে টেকসইভাবে বিমোচন করে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ-সম্বলিত সমন্বিত প্রক্রিয়া জরুরি। 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' কর্মসূচি বা সমৃদ্ধি সেরকমই একটি কর্মসূচি। মানুষকে কেন্দ্র করে এর সকল কর্মকাণ্ড বিন্যাস করা হয়েছে। সমৃদ্ধি'র লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে সবচেয়ে পিছিয়েপড়া অতিদরিদ্র ভিক্ষুকদের পেছনে ফেলে রেখে দেশের উন্নতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সমৃদ্ধি'র ধারণা আমার মাথায় এসেছিল ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমি একটি সার্জারির পর হাসপাতালে অবস্থান করছিলাম। পরবর্তীকালে, এর যে ধারণাপত্র ও মূল কাঠামো আমি তৈরি করি তার ভিত্তিতেই পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কার্যক্রম সাজানো হয়। বিস্তারিত কার্যপত্র তৈরি প্রক্রিয়ায় পিকেএসএফ-এর ভেতরে, সহযোগী সংস্থাদের সঙ্গে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেন এমন গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় আমার ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। শুরু হয় বাস্তবায়ন। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশের ২০২টি ইউনিয়নে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত অনুষঙ্গসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ হল, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকরা সমাজের কাছে সম্মান পান। তারাই উদ্যমী সদস্য। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমটি শুরু হয় ২০১৩ সালে, এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে সহস্রাধিক ভিক্ষুককে সফলভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই কার্যক্রমের সার্বিক অর্জন উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমি ২০১৪ সাল থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পরিদর্শন করি। ইতোমধ্যেই এই পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি ভরসার জায়গা তৈরি হয়েছে, একথা উদ্যমী সদস্যরা আগ্রহভরে জানান।

এই কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও অগ্রগতি নিয়ে প্রথমবারের মত একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই পুস্তিকা থেকে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া যাবে। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত এবং আশাবাদী। পুস্তিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাই।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পিকেএসএফ

মুখবন্ধ

বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভায় তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারকে লক্ষ্য করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে একটি পরিবারকে এর বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথ পরিমিতিতে এর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই কর্মসূচিতে দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি সমন্বিত সহায়তা প্যাকেজ রয়েছে যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন, উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম, ঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নের ভিক্ষুকদের জীবনমান উন্নয়ন করে তাদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন' নামে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২০১৩ থেকে পর্যায়ক্রমে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,১৭৪ জনকে সফলভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত প্রত্যেক সদস্যকে পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে এক লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহের যথাযথ ভিক্ষুক নির্বাচন, উপযুক্ত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ এবং নিয়মিত নিবিড় তদারকি ও কঠোর পরিবীক্ষণ ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে টেকসইভাবে মুক্ত করে এই পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সফল করছে।

আমি সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পিকেএসএফ ভবিষ্যতে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের দ্বারা ভিক্ষুকমুক্ত দেশ গঠন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আরও বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

প্রাক-কথন

আমাদের সমাজে কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কারণে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হারিয়ে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের থেকে আর্থিক সহায়তা কামনা করে জীবিকা নির্বাহ করে। সমাজ এদেরকে ভিক্ষুক বলে। স্বীকৃতি না থাকলেও অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আবার অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা পেশা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়েছে তাদের নেপথ্যে রয়েছে সত্যিকার অর্থেই অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, সামাজিক নির্যাতন এবং সহায়-সম্বলহীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা। ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করার কারণ হলো, এ ব্যবসায় কোনো পুঁজির প্রয়োজন হয় না এবং এর মাধ্যমে সহজেই অনেক সম্পদের মালিক হওয়া যায়।

ব্যবসাভিত্তিক ভিক্ষাবৃত্তি এবং অসহায়ত্বের কারণে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ মানবসমাজে আর্থিক দুরবস্থায় নিপতিত একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে সাহায্য কামনার অধিকার রাষ্ট্র ও ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মে ধনীদের সম্পদে অসহায় দরিদ্রের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে জাকাতের বিধান রাখা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও দুস্থদের জন্য কল্যাণমুখী কাজে বিত্তবানদের দান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে অসহায় মানুষদের সাহায্য করার ইচ্ছাকে পুঁজি করে একটি জনগোষ্ঠী ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবনধারণের উপায় অথবা অবৈধ আয় সংগ্রহ করার জন্য ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছে। যারা এটিকে ব্যবসা হিসেবে বেছে নেয়, তারা অসহায় বা অসহায় নয় এমন অনেক লোককে জোর করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করে তাদের প্রাপ্ত সংগ্রহের সিংহভাগ হাতিয়ে নেয়। যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু আইনের মাধ্যমে বা শাস্তি দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা যাবে না। এদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই আর্থিক দুর্দশায় নিপতিত নাগরিকের জন্য সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি রয়েছে। বাংলাদেশেও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে দেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার এ নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সক্রিয় রয়েছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১২.৪ শতাংশ বা প্রায় দুই কোটি মানুষ অতিদরিদ্র। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সাল থেকে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, গৃহপরিচারিকা, পথশিশু, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং ভিক্ষুক রয়েছে। অতিদরিদ্রদের জন্য সাধারণভাবে কিছু কর্মসূচি থাকলেও ভিক্ষুকদের জন্য তেমন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর ছিলো না। ২০০৯ সালে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ফাউণ্ডেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারভিত্তিক

মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম সমৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিটি প্রথম পর্যায়ে ৭টি বিভাগে ৪০টি জেলায় ৪৩টি উপজেলায় ৪৩টি ইউনিয়নের শতভাগ পরিবার জরিপের মাধ্যমে শুরু করা হয়। জরিপে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার অভাবের তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। এ শ্রেণির পরিবারগুলো অন্যের সহযোগিতা ছাড়া তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম। এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে 'উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন' কার্যক্রম গৃহীত হয়।

প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ইউনিয়নে ৫ জন ভিক্ষুককে নির্বাচন করে প্রত্যেককে এক লাখ টাকা নির্দিষ্ট শর্তে অনুদান দেওয়া হয়। শর্ত একটিই যে, তিনি আর ভিক্ষা করবেন না। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সামনে 'ভিক্ষা করব না' এ মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্রে অঙ্গীকার করতে হয়, যাতে তিনি সামাজিক চাপ অনুভব করেন। প্রতিশ্রুতিপত্রে উল্লেখ থাকে, তিনি যদি ভিক্ষাবৃত্তিতে ফেরত আসেন, তবে তাকে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত দিতে হবে। অনুদান গ্রহণের আগে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ছক প্রস্তুত করা হয়, যাতে নির্ধারিত আয়বর্ধনমূলক কাজের মাধ্যমে ন্যূনতম মাসিক ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আয় নিশ্চিত হয়। ভিক্ষুক নির্বাচন থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ জড়িত থাকে। ২০২টি ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,১৭৪ জন ভিক্ষুককে এক লাখ টাকা করে মোট ১১.৭৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির সুফলভোগীরা আর ভিক্ষা করেন না। ধানের ব্যবসা, হাঁস-মুরগি, ছাগল বা গাভী পালনসহ ছোটখাটো ব্যবসা করে তারা এখন স্বাবলম্বী। অনেকের পরিবারে একাধিক আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সবার পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা হয়েছে। এভাবে ১,১৭৪ জন ভিক্ষুকের কাহিনী বলা যাবে, যারা এখন আর ভিক্ষুক নন। তারা মানুষ। মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। এদের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সবাই এখন এগিয়ে আসছেন পরিচয় দিতে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সব ভিক্ষুকের তথ্য পিকেএসএফ-এ রয়েছে।

আমাদের সামনে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ। একটি হলো যারা ভিক্ষুক হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসন। অপরটি হলো এ পেশায় যেন আর কেউ না আসে সে ব্যবস্থা করা। এটি সত্য যে, এ পেশার শুরু দারিদ্র্য থেকে। আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষরা মূলত গ্রামাঞ্চল থেকে ছিন্নমূল হয়ে শহর অভিমুখী হচ্ছে। এদের একটি অংশ অসহায় হয়ে ভিক্ষা করছে। গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তির উৎসমূলকে উৎপাটন করা সম্ভব হবে না।

দুস্থ মানুষের জন্য সম্পদ হস্তান্তরমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াও প্রকৃত দুস্থকে চিহ্নিত করার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারগুলোকে দায়িত্ব দিতে হবে। ভিক্ষুকরা এ দেশেরই নাগরিক। সমাজের একটি বড় জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাতে রেখে একটি জাতি উন্নত হতে পারে না। সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিত্তবান নাগরিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সঠিক নীতির মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণযোগ্য সময়ে দূর করা সম্ভব। পিকেএসএফ দায়বদ্ধভাবে এক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

ড. মোঃ জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে। এর মূল লক্ষ্য, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। কোম্পানি আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত পিকেএসএফ একটি 'লাভের জন্য নয়' প্রতিষ্ঠান। পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে জনউন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচনের একটি অনুষঙ্গ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে, ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা যেমন- প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিপণন পরামর্শ ইত্যাদি সেবা প্রদান শুরু করে। আর্থিক সেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক সেবা মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে অধিক সহায়ক, এই উপলব্ধির ভিত্তিতে পিকেএসএফ ক্রমাগত অ-আর্থিক সেবা প্রদান সম্প্রসারণ করতে থাকে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণের শুরু থেকেই অ-আর্থিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। ফলে পিকেএসএফ ধীরে ধীরে একটি আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান হতে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ২০১০ সালে সভাপতি মহোদয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা-প্রসূত সমৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারণা বাস্তবায়ন করা যায়।

মানুষের জীবনে দারিদ্র্য বহুমাত্রিক। এ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারগুলোর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে কর্ম এলাকায় মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণের জন্য সামষ্টিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃগর্ভ হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন স্তরের চাহিদার নিরিখে এ কর্মসূচির আওতায় সকল প্রকার কর্মকাণ্ড বিন্যাস করা হয়েছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক সহায়তা, বিশেষ সঞ্চয়, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান), সৌর বিদ্যুৎ, বন্ধু চুলা, শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম, ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহার, বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ, প্রবীণ কার্যক্রম, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন, সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন ও 'উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম' গ্রামীণ জীবনে গতিশীলতা এনেছে।

সমাজে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থানের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই আমাদের সামনে ভেসে আসে ভিক্ষুকদের ছবি। সাধারণভাবে ভিক্ষুকরা হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দরিদ্র। হতদরিদ্র এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এটি 'উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম' নামে পরিচিত। বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত দেশের ৬৪ জেলার ২০২টি ইউনিয়নের প্রতিটিতেই উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভিকক্ষুকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে দলিত/হরিজন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী), বেদে সম্প্রদায়, পেশাগত শ্রেণিগোষ্ঠী (যথা: চা শ্রমিক, ভিক্ষুক, গৃহকর্মী, যৌনকর্মী, কৃষি শ্রমিক), অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিগোষ্ঠী (যথা: হাওর অঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র, দ্বীপ ও চর অঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র), স্বাস্থ্যগত/বয়সের অবস্থাভিত্তিক শ্রেণিগোষ্ঠী (যথা: প্রতিবন্ধী, অসচ্ছল প্রবীণ), পরিবেশগত/জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অতিদরিদ্র, নারীপ্রধান অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিক্ষুক একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত হলেও মূলত উল্লিখিত পিছিয়েপড়া প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভিক্ষুক।

সুতরাং ভিক্ষুক কোনো পৃথক জনগোষ্ঠীর আওতায় নয়। ভিক্ষুক হলো পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পেছনের সারির মানুষ। তাই ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে কোন কার্যক্রম গ্রহণ মানেই সমাজের পিছিয়েপড়া বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভঙ্গুরতম শ্রেণির আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গোষ্ঠী নির্বাচন। এ বিবেচনায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একটি মাত্র কার্যক্রমই একাধিক বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির পথ হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশে ভিক্ষুক পরিস্থিতি

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। বাংলাদেশ আর কথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নয়, উন্নয়নের রোল মডেল।

এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চলেছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৭৫২ মার্কিন ডলার বা ১,৪২,৮৬২ টাকা, যা ১৯৭১ সালে ছিল মাত্র ১২৯ ডলার। এছাড়া, বর্তমানে অতিদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশ, যা ১৯৭১ সালে ছিল ৮২ শতাংশ (তথ্যসূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)।

শুধু মাথাপিছু আয় বেড়েছে অথবা অতিদারিদ্র্যের হার কমেছে তা-ই নয়, গত ৪৭ বছরে দেশের বাজেট বেড়েছে প্রায় ৫৯১ গুণ। এত উন্নয়ন সত্ত্বেও দেশের যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই উন্নয়নের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি তাদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিক্ষুকরাই হল সমাজে সবচেয়ে নিগৃহীত, যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে এবং তাদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই এ জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ন্যূনতম মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পিকেএসএফ নিরলসভাবে কাজ করছে।

দেশে কত সংখ্যক ভিক্ষুক রয়েছে এবং তাদের বর্তমান সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন। এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও উৎস হতে ভিক্ষুকের সংখ্যা সংক্রান্ত যে চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে ভিক্ষুকদের তালিকা প্রস্তুত করছে। এ কাজ সম্পন্ন হলে দেশের ভিক্ষুকের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সহজ হবে।

বিগত ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে দৈনিক *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সরকারের হিসাবমতে দেশে প্রায় দুই লাখ ভিক্ষুক রয়েছে।

দেশে কত সংখ্যক ভিক্ষুক রয়েছে এবং তাদের বর্তমান সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন। এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও উৎস হতে ভিক্ষুকের সংখ্যা সংক্রান্ত যে চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে ভিক্ষুকদের তালিকা প্রস্তুত করছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর হিসাবে দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা আরও বেশি রয়েছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যে ভিন্নতা থাকলেও বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যে এ কথা অনুমেয় যে, দেশে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত রয়েছে।

এখানে স্মর্তব্য যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশে ভিক্ষুকের হার ক্রমাগত কমলেও, বিশেষ কারণে কখনও কখনও সাময়িকভাবে বাড়তেও পারে।

ভিক্ষাবৃত্তি: নেপথ্যের কারণ ও করণীয়

ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। যেসব কারণে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির মত অসম্মানজনক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হয় তার মধ্যে অন্যতম হল আর্থিক দুরবস্থা। মানুষকে বিভিন্ন কারণে চরম আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারণে মানুষ রাতারাতি সম্পদহীন হয় এবং চরম দারিদ্র্যে পতিত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আবার প্রতিবন্ধী, পঙ্গু, বেকার, দায়িত্ব নেয়ার কেউ নেই আথবা থাকলেও নেয় না, বয়সের ভারে কর্মে অক্ষম, অসহায়, জীবিকার বিকল্প মাধ্যমের অভাবে অনেকেই ভিক্ষার আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। বাংলাদেশে অনেক কর্মক্ষম লোক বিভিন্ন সময়ে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা, কলকারখানা ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়।

ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ সারা বছর ভিক্ষা করে আবার কেউ কেউ বছরের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। আবার অঞ্চলভেদে অভাবের কারণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এবং মৌসুমি বেকারত্বের কারণে কেউ কেউ সাময়িকভাবে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

পুনর্বাসনযোগ্য ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর্থিক এবং মানসিক উভয় প্রকার প্রণোদনা প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদের জন্য উপযুক্ত কর্ম ও সামাজিক পরিবেশ তৈরিতে সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক। কার জন্য কোন ধরনের সহযোগিতা বেশি প্রয়োজন, তা নির্ভর করে ভিক্ষুকের পরিস্থিতির ওপর।

আবার কিছু কিছু ভিক্ষুক আছে যারা সারা বছর ভিক্ষা করে না। বছরের কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে এদের কাজ পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ জাতীয় ভিক্ষুকরা কোন কাজের সন্ধান পেলে পুনরায় কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সাধারণত চর, হাওর, বাওর, উপকূল এলাকার কিছু অতিদরিদ্র মানুষ ঈদ, রমজান, পূজা, বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি করে। এরা লজ্জা এড়াতে সাধারণত নিজ নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে ভিক্ষা করে থাকে। এদেরকে মৌসুমী ভিক্ষুক বলা যেতে পারে।

তবে কিছু ঠক ও প্রতারক ভিক্ষুক দেখা যায়, যারা ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তারা অনেক সময় শারীরিকভাবে অক্ষম না হলেও অক্ষম সেজে বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তারা ছিনতাইকারী হিসেবে সামনে আসে। এদের খপ্পরে পড়ে অনেকের সর্বনাশ হবার ঘটনা বিরল নয়। গ্রাম এলাকার চেয়ে শহরে এদের দেখা বেশি মেলে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করে এদের তৎপরতা লক্ষ্য করার মত।

> প্রথম প্রজন্মের ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন তুলনামূলক সহজ। কারণ, তাদের লজ্জাবোধ, মনোবল এবং সামাজিক মর্যাদা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তবে, এই বিষয়গুলোর চরম ঘাটতি রয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের ভিক্ষুকদের মাঝে। ফলে, তাদের পুনর্বাসন খুবই চ্যালেঞ্জিং।

ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত সকলকে পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শারীরিকভাবে সক্ষম বা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সক্ষম ভিক্ষুকদেরকেই কেবল উপযুক্ত আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পুনর্বাসন করা সম্ভব। কোনভাবেই কাজ করতে সমর্থ নয় এমন ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভবপর নয়। ভিক্ষুকদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনাই একমাত্র উপায়।

ভিক্ষুক পুনর্বাসনে বিবেচ্য বিষয়

পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে এই কার্যক্রমের সফলতা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রত্যেক ভিক্ষুককে সমাজের মূলস্রোতের অন্তর্ভুক্ত করে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য -

- তাদের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচন এবং বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণে আর্থিক অনুদান প্রদানসহ প্রচলিত অন্যান্য আর্থিক সেবার সাথে সম্পৃক্ত করা;
- প্রয়োজনে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান অথবা চাকরির ব্যবস্থা করা, এবং
- সর্বোপরি, ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ভিক্ষুকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ইউনিয়নটিকে ভিক্ষুকমুক্ত করা।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

নিম্নে উল্লিখিত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবেন:

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়নের সরকারি তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি ভিক্ষুককে পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- তবে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভিক্ষুকমুক্ত জেলা/উপজেলাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নে ভিক্ষুক পাওয়া গেলে তাদেরকে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকারি তালিকাভুক্ত ভিক্ষুকের বাইরে কোন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না।
- সরকারি তালিকাভুক্তির বাইরে প্রকৃত পুনর্বাসনযোগ্য ভিক্ষুক পাওয়া গেলে তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রথমে তালিকাভুক্ত করা হয়, তারপর সে পুনর্বাসনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

পুনর্বাসনের পূর্বশর্ত

- প্রতিটি লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/পরিবারকে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে স্থায়ী ও অস্থায়ী 'আয়বর্ধনমূলক' কর্মকাণ্ডের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।
- বর্তমান পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি ভিক্ষুক পরিবারকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।
- 'আয়বর্ধনমূলক' কর্মকাণ্ড পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা এবং লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়।
- অনুদান গ্রহণ করার পূর্বে 'আয়বর্ধনমূলক' কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা (পুনর্বাসন পরিকল্পনা) ছক প্রস্তুত করতে হয় এবং এমন ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে যা প্রাথমিকভাবে ন্যূনতম মাসিক ৫০০০ থেকে ৮০০০ টাকা আয় নিশ্চিত করা যায়।
- কার্যক্রমটি দৃশ্যমান, বৈধ এবং পরিবেশবান্ধব একক চলমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা 'আয়বর্ধনমূলক' হিসাবে অভিহিত হয়।
- অধিকতর আর্থিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য আর্থিক পরিষেবার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে এ সকল পরিবার প্রাধান্য পেয়ে থাকেন।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সফল করার জন্য ভিক্ষুক নির্বাচন হতে শুরু করে পুনর্বাসন এবং পরবর্তীকালে, তার কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে। পিকেএসএফ থেকে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করতে যে প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

পুনর্বাসন কমিটি গঠন

জরিপে প্রাপ্ত ভিক্ষুকদের মধ্য থেকে পুনর্বাসনে ইচ্ছুক ও দারিদ্র্যের তীব্রতা বিবেচনা করে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচন করা হয় । নির্বাচিত ভিক্ষুকের পুনর্বাসন পরবর্তীকালে তার প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে একটি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয় । উক্ত কমিটি পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে না যায় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

স্থানীয় অভিভাবক বা জামিনদার নির্বাচন

পুনর্বাসন কমিটির মধ্যে থেকে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুক পরিবারের নিকটতম ব্যক্তি বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (ইউপি সদস্য)-কে ভিক্ষুক পরিবারের স্থানীয় অভিভাবক বা জামিনদার হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটির পাশাপাশি তিনি আরও নিবিড়ভাবে উক্ত পরিবারকে দেখাশোনা করেন।

সংশ্লিষ্ট পরিবারকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা

সামাজিক মূলধন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা ভিক্ষুক পরিবারের সাথে কার্যক্রম শুরু করে। এটি মূল পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ। এ ধাপে সংশ্লিষ্ট পরিবারে আত্মবিশ্বাস, মনোবল ও আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। প্রায় ৩-৪ মাস একজন ভিক্ষুকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনা করে পুনর্বাসনের জন্য একজন ভিক্ষুককে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করা হয়।

সম্ভাব্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নির্বাচন

মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর ভিক্ষুক পরিবারটির সাথে তার কাজ করার ক্ষমতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কোন কাজের প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে বের করা হয়, এবং প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নির্বাচন করা হয়।

ছবিসহ বিস্তারিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন

পুনর্বাসনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ভিক্ষুককে অর্থ সহায়তা প্রদানের পূর্বে তার সাথে আলোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুকের ভিক্ষারত অবস্থায় এবং বসতবাড়িসহ ছবি তোলা হয়। এছাড়া কোন আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে কত অর্থ বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭০% টাকা আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। এছাড়া, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হতে সম্ভাব্য আয় সম্পর্কেও ধারণা প্রস্তুত করা হয়।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন

বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের পর ভিক্ষুক পরিবারের স্থানীয় অভিভাবক, সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পুনর্বাসন পরবর্তীকালে উক্ত ভিক্ষুক পুনরায় আর ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে যাবে না, এটি উক্ত চুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য হয়। চুক্তিতে স্থানীয় অভিভাবক, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারের দায়-দায়িত্ব ও করণীয় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে।

যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা ও অনুদানের টাকা হস্তান্তর

চুক্তি সম্পন্ন হলে প্রত্যেক ভিক্ষুকের জন্য সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুক পরিবার এবং সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। অনুদানের সমুদয় অর্থ প্রাথমিকভাবে উক্ত হিসাবে স্থানান্তর করা এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনমত উক্ত হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সকল স্তরে পুনর্বাসন কমিটি, স্থানীয় অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট পরিবার ও সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় ক্রয়, নির্মাণ ও স্থাপন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় । পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট ভিক্ষুক আর ভিক্ষুক পরিচয়ে অভিহিত হন না,

তিনি পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উদ্যমী সদস্য' হিসেবে পরিচয় লাভ করবেন।

পুনর্বাসন-পরবর্তী তদারকি ও তত্ত্বাবধান

সহযোগী সংস্থা এ অনুদান ব্যবহারের বিষয়ে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রত্যেক উদ্যমী সদস্যের নিয়মিত ফলোআপ প্রতিবেদন সংরক্ষণ করে। সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহকে নিবিড়ভাবে তদারকি করার জন্য একজন কর্মকর্তা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। প্রত্যেক ভিক্ষুকের জন্য তার বাড়িতে একটি আয়-ব্যয় রেজিস্টার সংরক্ষণ করা এবং উক্ত রেজিস্টার থেকে প্রতি মাসে পিকেএসএফ-কে সংস্থাসমূহ ভিক্ষুকদের আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের তথ্য প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ তাদের নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সদস্যগণও নিয়মিতভাবে পুর্নবাসিত উদ্যমী সদস্যের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সর্বোপরি, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ নিবিড়ভাবে এ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ/তত্ত্বাধান করেন।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সার্বিক সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমে উক্ত পরিবারটিকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় এবং একই সাথে উদ্যমী সদস্যের আয়-দারিদ্র্য দূর করার পাশাপাশি তাঁর সামাজিক ও মানবিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তাঁকে মানব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়।

পুনর্বাসন কার্যক্রম হতে ঝরে পড়লে/মারা গেলে/পালিয়ে গেলে করণীয় নির্ধারণ

পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে যদি কোন সদস্য ঝরে পড়ে বা মারা যায় অথবা পালিয়ে যায়, তবে সহযোগী সংস্থা এসবের কারণ উল্লেখপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা জানিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে পিকেএসএফ বরাবর চিঠি প্রেরণ করেন। কোনো উদ্যমী সদস্য মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি যথাযথ উত্তরাধিকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আর পালিয়ে যাওয়া বা ঝরে পড়া সদস্যের অবশিষ্ট সম্পত্তি (পিকেএসএফ হতে প্রদেয়) উদ্ধার করে নতুন কোন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়।

'স্যারদের বলবেন, আমি ভিক্ষুক হিসাবে মারা যাইনি'

ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের সফল উদ্যমী সদস্য বৃন্দাবালা দেবীর শেষ উক্তি

১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাস্থ সৈয়দপুর ইউনিয়নের কেদারখিল গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে বৃন্দাবালার জন্ম। পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশায় স্কুলে যাওয়া হয়নি বৃন্দাবালার। মাত্র ১৪ বছর বয়সে একই গ্রামের জনাব নিরোধ চন্দ্র দাসের সাথে বিয়ে হয় বৃন্দাবালার। অর্থের কষ্ট থাকলেও ঘরে সুখের অভাব ছিল না। বিয়ের কিছুদিন পরেই ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান।

কিন্তু ভাগ্য দেবী যে বৃন্দাবালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিয়ের ৮ বছর যেতে না যেতেই স্বামীকে হারান বৃন্দাবালা। অসহায় হয়ে পড়েন। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করতে থাকেন। কোন কাজ না পেয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে শুরু করেন বৃন্দাবালা। এভাবেই

বৃন্দাবালার মৃত্যুর পর দোকানের হাল ধরেন পুত্রবধূ লীলা রানী দাস

দিন, মাস, বছর পার হতে থাকে বৃন্দাবালার। ছেলে কর্মক্ষম হলে কিছুটা কষ্ট লাঘব হয় বৃন্দাবালার, ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেন। একমাত্র ছেলে বাবুল চন্দ্র দাসকে বিয়ে দেন তিনি। ছেলে বাবুলের ঘরে আসে এক ছেলে ও এক মেয়ে। ঘর আলোকিত হলেও বৃন্দাবালার জীবন থেকে ফিকে হয়ে যায় আলো। ছেলে বাবুল চন্দ্রের ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার অভাবে অকালেই মৃত্যুবরণ করেন বাবুল। ছেলের বউ, নাতি ও নাতনিকে নিয়ে আবার দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হন বৃন্দাবালা। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে না পেরে পুনরায় মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে শুরু করেন বৃন্দাবালা।

এই অবস্থায়, ২০১৪ সালের ১ জুন তারিখে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা ইপসার সহযোগিতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বৃন্দাবালাকে একটি মুদি দোকান গড়ে দেয়া হয়। খুব অল্প সময়ে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। ছেলের বউ, নাতি ও নাতনিকে নিয়ে বেশ ভালই সময় পার করতে শুরু করেন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে কখন যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বৃন্দাবালা তা নিজেই জানেন না। বার্ধক্যজনিত কারণে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বৃন্দাবালা এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যুর আগে তিনি ইপসা'র কর্মকর্তাদের বলেন, 'পিকেএসএফ-এর স্যারদের বলবেন, আমি ভিক্ষুক হিসাবে মারা যাইনি।'

বৃন্দাবালার মৃত্যুর পর তার পুত্রবধূ লীলা রানী দাস তার রেখে যাওয়া দোকানটিকে অবলম্বন করে বেঁচে আছেন। বর্তমানে দোকানটির পুঁজি বেশ বেড়েছে প্রতি মাসে ৮-১০ হাজার টাকা আয় হয়। তা দিয়ে তার সংসারের খরচ মিটিয়ে মেয়েকে মাধ্যমিক পাশ করিয়েছেন লীলা। ছেলেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এখন তার সুখের সংসার। কিন্তু অতীত ভুলে যাননি বৃন্দাবালার পুত্রবধূ।

তিনি বলেন, 'আমরা যদি কোটিপতিও হই, তবুও এ দোকান ছেড়ে দেবো না। এটা আমার শাশুড়ির শেষ স্মৃতি।'

কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি

বছরভিত্তিক পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্য সংখ্যা (জন)*

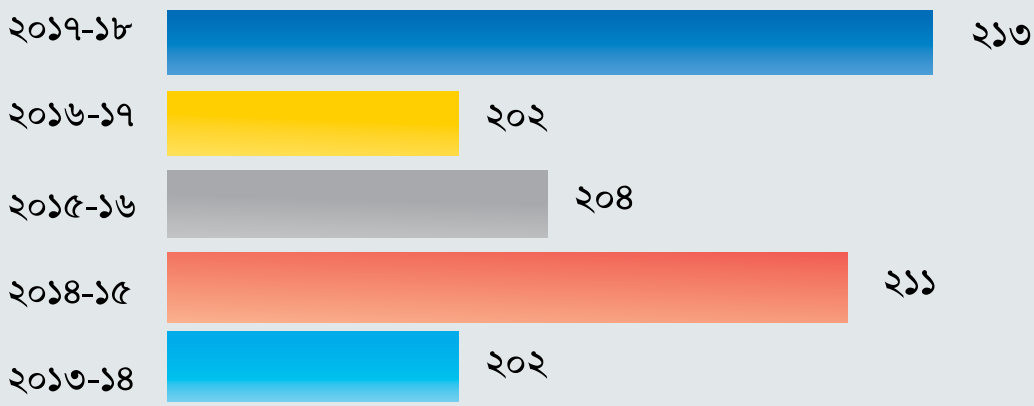

** ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিকেএসএফ ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সমৃদ্ধিভুক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মোট ২০০টি ইউনিয়ন হতে বাছাইকৃত ৩০০ জন ভিক্ষুকের পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান।*

পুনর্বাসন কার্যক্রমে নারীর অগ্রাধিকার

পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমই নারীবান্ধব। নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পিকেএসএফ সচেষ্ট। উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনর্বাসিত ১,০৩২ জন উদ্যমী সদস্যের মধ্যে নারী ৫৬৪ জন এবং পুরুষ ৪৬৮ জন।

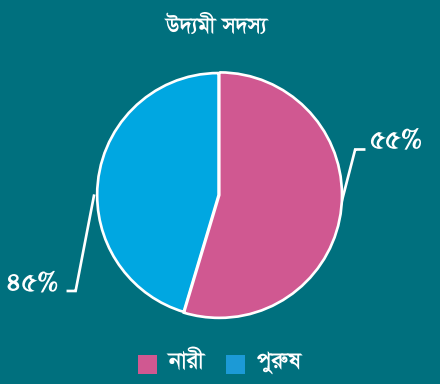

জীবিত উদ্যমী সদস্য

জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনর্বাসিত ১,০৩২ জন (৯১ শতাংশ) সদস্যের মধ্যে ৯৩৯ জন বেঁচে আছেন এবং ৯৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। উল্লেখ্য, মৃত্যুর পূর্বে তারা কেউ পুনরায় ভিক্ষাবৃত্তিতে ফিরে যাননি এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের সম্পদ পিকেএসএফ-এর নীতিমালা অনুযায়ী তাদের পরিবারের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের পরিবার সমাজে সম্মানজনকভাবে বসবাস করছে।

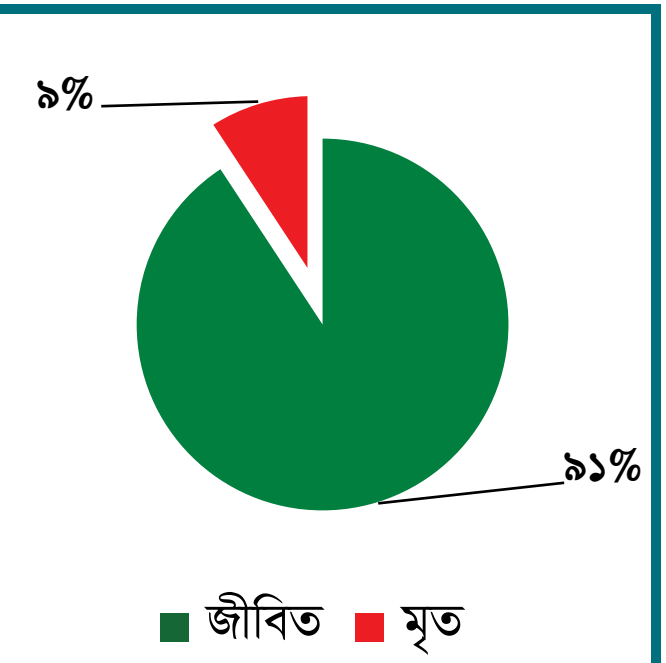

উদ্যমী সদস্যদের বর্তমান আয়ের চিত্র

পুনর্বাসিত সদস্যদের মাসিক আয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি বিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০ শতাংশ (৯৮ জন) পুনর্বাসিত সদস্যদের মাসিক আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের গড় নিয়মিত মাসিক আয় ৮,০০০ টাকার ওপরে। অবস্থা ভাল হয়েছে এবং আয় কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৯০ জনের (৪৮%) এবং এদের মাসিক গড় আয় ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকার মধ্যে।

ভিক্ষাবৃত্তি হতে অর্জিত আয়ের তুলনায় আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৩৪৯ জনের (৩৪%)। উল্লেখ্য, এই ৩৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পুনর্বাসিত সদস্য রয়েছেন ২১৩ জন (৬১%), যাদেরকে এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মেয়াদ এখনো এক বছর পূর্ণ হয়নি।

টেকসইভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথে পিছিয়ে থাকা ৭০ জন (৬%) সদস্যকে বর্তমানে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে এবং ২৫ জন (২.৪২%) সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়েছে, যাদের মধ্যে ২২ জন (২.১৩%) সদস্য পুনর্বাসনের জন্যে গৃহীত সম্পূর্ণ/আংশিক অনুদান ফেরত দিয়েছে এবং ৩ জন (০.২৯%) সদস্য পলাতক রয়েছে।

ফেরতকৃত ২২ জন সদস্যের টাকায় নতুনভাবে ২২ জন সদস্যের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কার্যক্রমের সদস্যদের বর্তমান আয়ের চিত্র

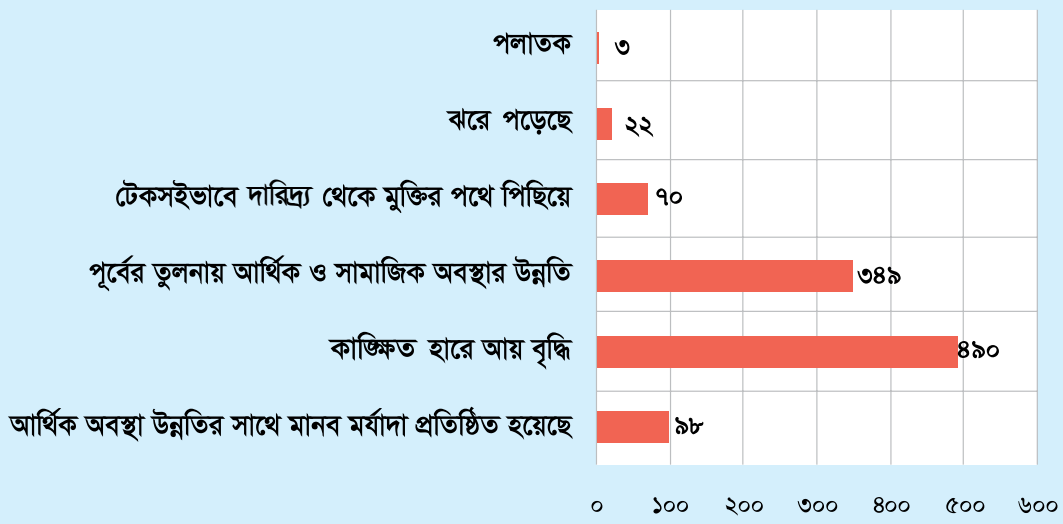

উদ্যমী সদস্যদের সম্পদের মালিকানা অর্জন

জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনর্বাসিত ১,০৩২ জন সদস্যের বর্তমান সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে দেখা যায়, পিকেএসএফ থেকে প্রদানকৃত এক লক্ষ টাকা অনুদান লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করায়, তাদের দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা পূরণের পরেও তাদের সম্পদ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বসতবাড়ি ব্যতীত উদ্যমী সদস্যদের অন্যান্য সম্পদকে চলতি বাজার মূল্যে হিসাব করা হয়েছে।

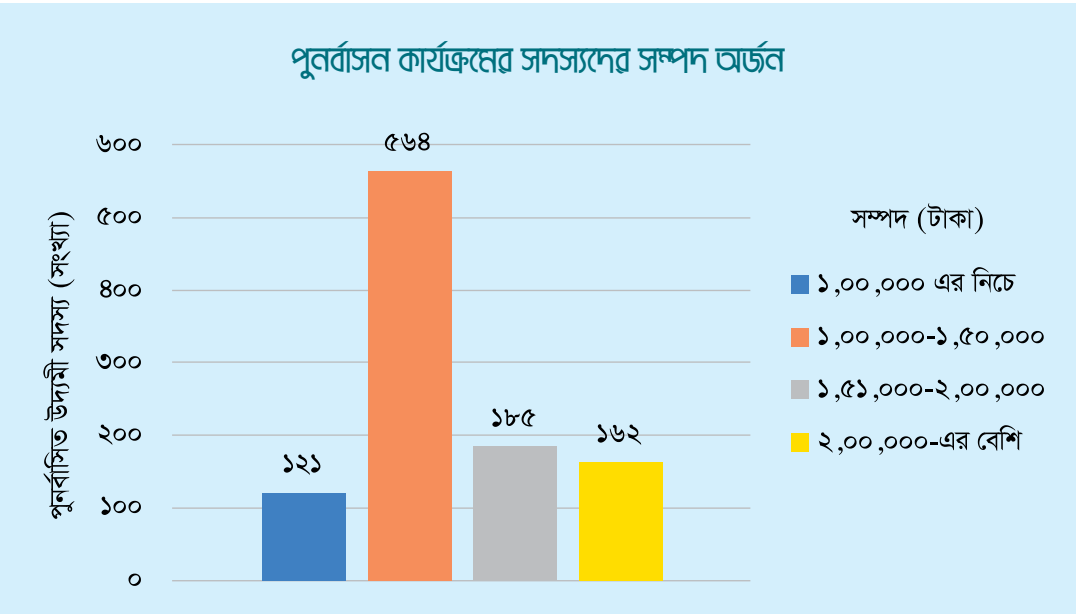

প্রবীণবান্ধব কার্যক্রম

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ৬০ বছর বয়সী মানুষকে প্রবীণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আদমশুমারি ২০১১ মতে, বাংলাদেশের বর্তমান ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬ ভাগ অর্থাৎ আনুমানিক ৯০ লাখ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ হবে প্রবীণ। ২০৪৪ সালে যা কমবয়সী জনগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যাবে। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ প্রবীণ হলেও, পরিবারে ও সমাজে প্রবীণরা উপেক্ষা, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। আবার পরিবারের বোঝা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় অনেকেই বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে বাকি জীবন অতিবাহিত করছেন। প্রবীণদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পিকেএসএফ উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের শুরু থেকেই প্রবীণদের প্রাধিকার দিয়েছে। পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা ৩৯% (৪০৩ জন)। ৫০-৫৯ বছর বয়সী সদস্যের হার ২৪% (২৪৮ জন)। এই কার্যক্রমে পুনর্বাসিতদের গড় বয়স ৫৫ বছর। এই বিবেচনায় এটি একটি প্রবীণবান্ধব কার্যক্রম। উল্লেখ্য, সামাজিক সম্মানবোধ ও মানব মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রবীণদের জীবনের শেষভাগ যেন সুন্দর, সার্থক ও আনন্দময় এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও আপনজনের সান্নিধ্যে কাটে তা নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' নামে পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচি সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত সকল ইউনিয়নসহ মোট ২৩৫টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী সহায়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০১৪ এর তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯ ভাগ অধিবাসী প্রতিবন্ধী।

এসকল জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য সরকার জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (UNCRPD) অনুস্বাক্ষর করেছে এবং এর ধারাবাহিকতায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩' ও 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করেছে।

এছাড়া, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ তার উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ভিক্ষুককে বা পরিবারে প্রতিবন্ধী আছে এমন ভিক্ষুকের পরিবারকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যদের মধ্যে সরাসরি প্রতিবন্ধী বা পরিবারে প্রতিবন্ধী রয়েছে ২৮৮ জন (২৮%)।

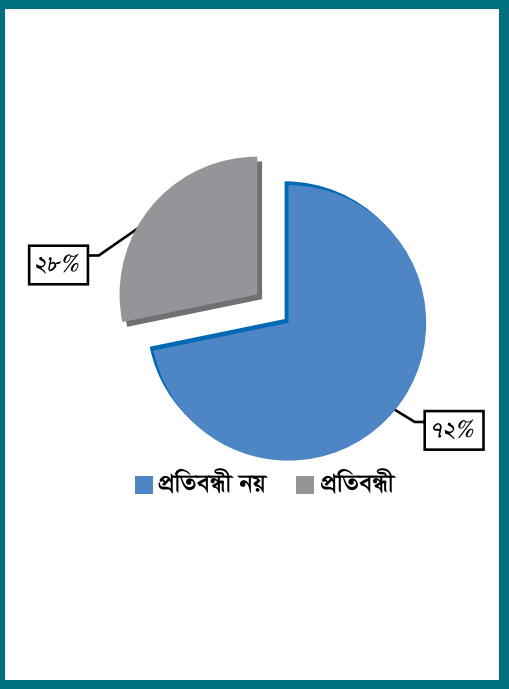

সঞ্চয়ী প্রবণতা তৈরিতে সহায়ক কার্যক্রম

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে পুনর্বাসনের পর তাকে নিয়মিত সঞ্চয় করতে হবে। সাপ্তাহিক অথবা মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক অথবা সহযোগী সংস্থায় নিয়মিত সঞ্চয় জমা করবেন।

জুন ২০১৮ পর্যন্ত পুনর্বাসিত ১,০৩২ জন উদ্যমী সদস্যের মধ্যে ৮৫৭ জন (৮৩%) সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করছে, এর মধ্যে সহযোগী সংস্থায় ৪৩৯ জন এবং ব্যাংকে ৪১৮ জন।

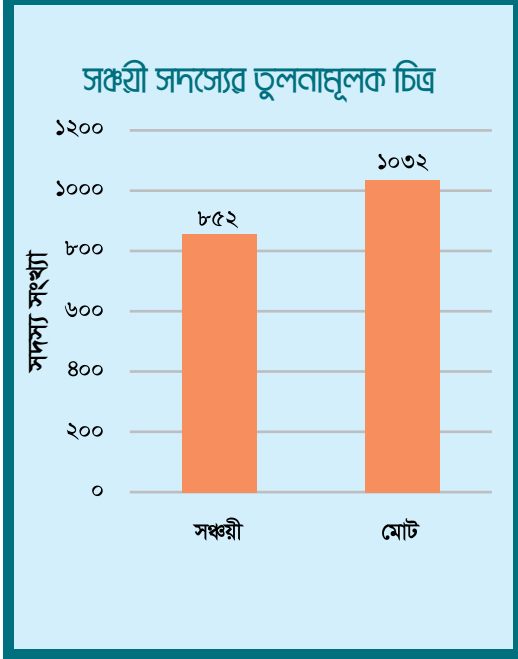

মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা বাস্তবে অর্জিত হয়েছে। ১,০৩২ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে তা ঘোষণা করতে পারি। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যগণ সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাস করছেন। এখন তারা ভিক্ষা করেন না। পুনর্বাসন কার্যক্রমটি সমাজে ব্যাপক আলোড়ন ও বহুল প্রশংসিত হয়েছে। একাধিক পুনর্বাসিত উদ্যমী সদস্যের সাফল্য গাঁথা নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যমেও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সমৃদ্ধির পানে মমতাজের পথচলা

অভাবের সংসারের চিত্র বাংলাদেশে বেশ সুলভই বলা যায়, গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া যথেষ্ট দৃশ্যমান হলেও অভাবের কশাঘাতে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে হয়েছে, এমন মানুষও চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য ঢাকাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে চলে আসে। এখানে মানুষের সংখ্যা বেশি, ধনী মানুষের সংখ্যা বেশি, মসজিদের আর হাসপাতালের সংখ্যা বেশি, গাড়ি-ঘোড়া, বাজার-হাট সবকিছুর সংখ্যাও বেশি। ভিক্ষা জোটানোর সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

সাতক্ষীরার এক ভিখারিনীর নাম মমতাজ। কী নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ভিক্ষা করে অন্ন জোটাতে হিমসিম খাওয়া এক নারী বহন করে চলেছে শাহেনশাহ ভারতসম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম স্ত্রীর নাম।

চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়টি মানসিক প্রতিবন্ধী। কথা বলতে পারে না। উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই মমতাজের অনেকটা সময় কেটে যায়। প্রতিবন্ধী ছেলের মা'কে অনেকে ঘরকন্নার কাজ দিতে চায় না। স্বামী ভ্যানচালক। দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হয়। সেই থেকে বাম হাত, বাম পা চলে না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত তিনি। তাই ভাগ্যের কঠিন ঘেরাটোপে মমতাজের কাছে ভিক্ষাবৃত্তির কোন বিকল্প ছিল না।

সাতক্ষীরা জেলার **সাস** পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা। তার এক কর্মী মমতাজ বেগমের প্রতিবেশী। তিনি মমতাজকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে **সমৃদ্ধি**-র উদ্যমী সদস্য হ'বার জন্য পরামর্শ দেন। সংস্থায় ডেকে আনেন। অন্যান্য কর্মকর্তার কাছে নিয়ে তাকে বোঝান, কিভাবে তার অবস্থা পাল্টে যেতে পারে। সব শর্ত যেমন তাকে বলা হয়, তেমনি উৎসাহও যোগানো হয়। মমতাজের তখন এবং এখনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মমতাজ বেগমকে পুনর্বাসন করা হয় সহযোগী সংস্থা **সাস**-সাতক্ষীরার মাধ্যমে। তখন মমতাজকে একটি গরু, দুটি ছাগল, গোয়াল ঘরের জন্য ঋণ, একটি অটোভ্যান ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়। গরু পালনে তিনি যেন ভাল করতে পারেন সে জন্য তাকে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। **সমৃদ্ধি**-র উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা তাকে নিয়মিত তদারকি করেন।

বর্তমানে মমতাজ বেগম নিজের ও তার স্বামীর জন্য ঔষধ ক্রয় করতে পারে, প্রতিবন্ধী ছেলেকে আদর করতে পারে, আর অন্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে। পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সে নিয়মিত ব্যাংকে জমা রাখে। এখন তার ব্যাংকে সঞ্চয় আছে ২২,৫০০ টাকা। আর এখন তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১,৭০,০০০ টাকা।

নবীর শিক্ষা

শেখ হাবিবুর রহমান

তিন দিন হ'তে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।
নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি,
হে দয়াল নবী, দাও কিছু মোরে নহিলে পরাণে মরি।'
আরবের নবী, করুণার ছবি ভিখারির পানে চাহি,
কোমল কণ্ঠে কহিল, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি?'
বলিল সে, 'আছে শুধু মোর কম্বল একখানি।'
কহিল রসুল, 'এক্ষণি গিয়া দাও তাহা মোরে আনি।'
সম্বল তার কম্বলখানি বেচিয়া তাহার করে,
অর্ধেক দাম দিলেন রসুল খাদ্য কেনার তরে,
বাকি টাকা দিয়া কিনিয়া কুঠার, হাতল লাগায়ে নিজে,
কহিলেন, 'যাও কাঠ কেটে খাও, দেখ খোদা করে কি-যে।'
সেদিন হইতে শ্রম সাধনায় ঢালিল ভিখারি প্রাণ,
বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান।
অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে,
নবীর শিক্ষা ক'রো না ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।

মুয়াজ্জিন পদ ফিরে পেলেন শাহানুর

নাম: মোঃ শাহানুর আলী
জন্ম: ১৯৬৮ সাল
গ্রাম: পুঁচুরিয়া মধ্যপাড়া
ইউনিয়ন: চাকলা
উপজেলা: বেড়া
জেলা: পাবনা
সহযোগী সংস্থা: এনডিপি

পাবনা জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের অভাবী বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম শাহনুরের। চার ভাই ও এক বোনের মাঝে শাহানুর ছিলো সবার ছোট। টানাপোড়েনের সংসার। ঠিকমতো খাবার না জুটলেও স্নেহ-আদরের কোনো কমতি ছিলো না তার জীবনের। কিন্তু হঠাৎ শাহানুরের জীবনে নেমে আসে এক কাল বৈশাখীর ছায়া।

কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে দু'টি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারান তিনি। এলাকার মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজ করতেনা তিনি। সেখান থেকে কিছু টাকা পেতেন। প্রতিবন্ধী হিসেবে সরকারি ভাতাও পেতেন। কিন্তু জীবন বড় নিষ্ঠুর! পাড়ায় লোকজন দৃষ্টিহীন মুয়াজ্জিন মেনে নিতে পারলো না। হঠাৎ করেই একদিন মসজিদের দায়িত্ব থেকে বিদেয় করে দেয়া হলো শাহনুরকে।

কথায় বলে, দুর্ভাগ্য একা আসে না। উপার্জনের সব উৎস হারিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত শাহনুর যখন দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করছেন, এর মাঝে হঠাৎ একদিন তার বাবা এবং ক'দিন পরেই মা মারা গেলেন।

জীবিকার শেষ আশ্রয়টুকু হারিয়ে শাহানুরের সামনে ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকলো না। গ্রামে-গঞ্জে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পাতলেন তিনি। কোথাও গঞ্জনা মেশানো দু'মুঠো ভাত মেলে, তো কোথাও অবহেলায় ছুঁড়ে দেয়া দু'টো খুচরো পয়সা। এভাবেই কাটতে থাকে অন্ধ শাহনুরের দিন, মাস, বছর।

২০১৩-১৪ সালে শাহানুরকে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এ সময় তাকে গরু প্রদানের পাশাপাশি, নিজ ঘর মেরামত ও গোয়াল ঘর তৈরি, খাদ্য ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় এবং ঘাসের জমি লিজ নেয়া বাবদ এক লক্ষ টাকা দেয়া হয়।

এখন শাহানুরের সুদিন ফিরেছে। লিজ নেয়া জমি থেকে চলতি মৌসুমে ১৬ মন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। তার এক ছেলে পাবনা টেকনিক্যাল কলেজে ও আরেকজন ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ছে।

যারা একদিন তাকে মুয়াজ্জিনের পদ থেকে সরিয়েছিলেন, তারাই আবার তাকে সেই মর্যাদার দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এখন তিনি সমাজের আর দশটি মানুষের মতো সামাজিক মর্যাদায় বসবাস করছেন।

এসডিজি অর্জনে ভূমিকা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। কুড়িয়েছে সারা বিশ্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা। এমডিজির মেয়াদ শেষ হলে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের যাত্রা।

এমডিজির চেয়ে এসডিজির পরিসর অনেক ব্যাপক ও ফলাফল অনেক সুদূরপ্রসারী। এসডিজির সকল অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহে একটি ধ্রুব মন্ত্র নিহিত রয়েছে। আর সেটি হলো, কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়। দেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে তাই একদিকে যেমন দরকার পরিকল্পিতভাবে সবার একসাথে কাজ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজের পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা সকল শ্রেণির মানুষের সম্পৃক্তি। এসব মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ছাড়া দেশের চলমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে প্রকৃত অর্থে টেকসই উন্নয়নে রূপ দেয়া সম্ভব হবে না।

উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষকে রাখতে হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহকে অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। আর এ কাজ সম্পন্ন করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করার বিকল্প নেই।

টেকসই উন্নয়নের এই চেতনাকে ধারন করে পিকেএসএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ সব ধরনের কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করছে।

সকল উন্নয়ন উদ্যোগে, বিশেষ করে ভিক্ষুক বা উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এখানে, একদিকে যেমন মাঠ প্রশাসনকে যুক্ত করা হয় তেমনি অন্যদিকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করা হয়।

এই কার্যক্রমের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এসডিজিতে ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্য রয়েছে। উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে পিকেএসএফ এসডিজির ৭টি অভীষ্ট (১,২,৩,৫,৮,১০ ও ১৫) এবং ১৬টি লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

রওশন আরার দিনবদলের গল্প

মোছা: রওশন আরা
ইউনিয়ন: পানপট্টি
উপজেলা: গলাচিপা
জেলা: পটুয়াখালী
সহযোগী সংস্থা:
স্যাপ বাংলাদেশ

১৯৭৭
রওশন আরা পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার পানখালী ইউনিয়নের পানখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৮৯
পরিবারের সদস্য সংখ্যা আট-এ পৌছালে চরম আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হয়।

১৯৯২
পানপট্টি ইউনিয়নের বিবির হাওলা গ্রামের নুর হোসেনের সাথে তার বিয়ে হয়। নুর হোসেন ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল।

১৯৯৯
তার স্বামী ক্যান্সার আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার জন্য টাকা প্রয়োজন। জমি বন্ধক রেখে স্বামীর চিকিৎসা করায় রওশন আরা। কিন্তু কাজ হয় না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে মারা যায়।

২০০৫
আর্থিক অবস্থার ভয়াবহ অবনতি হলে দিশেহারা রওশন আরা ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেন।

২০১৩-১৪ অর্থবছর
পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আসেন রওশন আরাকে। একটি গরু, গোয়াল ঘর, নিজেদের থাকার ঘর মেরামত, খাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং জমি বন্ধক নেয়া বাবদ এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

২০১৮
রওশন আরার ছেলে কলেজে এবং মেয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তিনি বছরে বিশ মণ ধান ঘরে তোলেন। তার দুইটি গাভী ও দুইটি বাছুর রয়েছে। পাশের গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে ২০১৭ সালে আবার তিনি বিয়ে করেন। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে রওশন আরার এখন সুখের সংসার।

প্রতিবন্ধিতা জয় করেছে সাইফুল

মোঃ সাইফুল ইসলাম
পিতা: মৃত শমসের আলী
মাতা: মেছেরভান বেগম
গ্রাম: সতিবাড়ী
ইউনিয়ন: ঘোগাদহ
উপজেলা: কুড়িগ্রাম সদর
জেলা: কুড়িগ্রাম
কর্মসূচি বাস্তবায়নে: সলিডারিটি

১৯৭০
কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার সতিবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাইফুল ইসলাম। তার বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর।

১৯৯০
অধিক আয়ের আশায় ঢাকায় আসেন সাইফুল। কারেন্ট জাল তৈরির কারখানায় শ্রমিকের কাজ নেন।

১৯৯৮
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের দুই বছর পর তার একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

২০০৩
সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন সাইফুল। তার ডান পা কেটে ফেলা হয়।

২০০৭
সংসারে আরও তিনটি সন্তান আসে। পরিবারের সদস্যদের খিদে মিটানোর অন্য কোন উপায় না থাকায় ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেন।

২০১৩-২০১৪
পিকেএসএফ-এর উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। নিয়মিত উপার্জনের জন্য একটি অটোরিকশা কিনে দেয়া হয়।

২০১৮
প্রতি মাসে তার আয় ৫০০০-৬০০০ টাকা। অটোরিকশার ব্যাটারি পরিবর্তন ও থাকার ঘর তৈরি করেও তিনি ভালোভাবে সংসার চালাচ্ছেন। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘মুসলমান সেজে ভিক্ষা করতাম’- মনোরঞ্জন মণ্ডল

মনোরঞ্জন মণ্ডলের বয়স ৬২ বছর। পিরোজপুর জেলার জুজখোলা গ্রামে তার আদি নিবাস। পিতা শশীভূষণ মণ্ডল। ভিটা বাড়ি আর ফসলের জমি নেহাত কম ছিল না শশীভূষণ মণ্ডলের। সে সময় জুজখোলা গ্রামে একমাত্র তাদেরই ছিল টিনের ঘর আর তিন বেলা পেট ভরে খেয়ে অন্যদেরও কিছু দেয়ার মত সামর্থ্য। গ্রামের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাই ডাক পড়তো গ্রামের সালিশ দরবারে। বাড়িতে কাজের লোক রেখে ঘরের কাজ করানো এবং মাসব্যাপী বদলা চুক্তিতে কৃষিকাজ করানোর লোক সবই ছিলো শশীভূষণ মণ্ডলের।

হঠাৎ সুখের সংসারে ছেদ পড়ে। কিশোর বয়সেই বাবাকে হারান মনোরঞ্জন। এক ভাই ও এক বোনের মধ্যে মনোরঞ্জন বড়। বাবার মৃত্যুর পর মনোরঞ্জন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। উপার্জন করার মতো বয়স তার ছিলো না। তাই বিলাসী মনোরঞ্জন পিতার জমি বিক্রি করে সংসার পরিচালনা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে আয়ের পথ সংকীর্ণ হতে শুরু করলো। এক সময় তিনি বিয়ে করলেন। বিয়ের অল্প দিনের মধ্যেই স্ত্রী কোমেলা রাণী দুই সন্তানের মা হন। তার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

সংসারে অভাব, অশান্তির কারণে এক সময় বাবার ওপরে অভিমান করে পরিবারের সকলকে পরিত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পাড়ি জমায় মনোরঞ্জন মণ্ডলের ছেলে। আজও সে ছেলে ফিরে আসেনি, একটিবারও পরিবারের খোঁজ রাখেনি। বার্ধ্যকের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়ে মনোরঞ্জন বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু শশীভূষণের ছেলে কী ভিক্ষুক? ছি, ছি মানুষ বলবে কি? কিন্তু ক্ষুধার্ত দেহ শুনছে না বাধা। ভিক্ষার পথ ঠিকই বেছে নিলেন তিনি, কিন্তু নিজ এলাকায় নয়, গ্রাম ছেড়ে শহর অথবা অচেনা কোন জায়গায়।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মনোরঞ্জন মণ্ডল এখন ভিক্ষুক একথা আর কারও অজানা রইল না। চিকিৎসার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারেন না, জীর্ণ শরীরে ছিন্ন বস্ত্র, ভাঙ্গা ঘরের চালা দিয়ে চলে রোদ বৃষ্টির তুফান, স্ত্রীর মুখে সারাক্ষণ অভাব আর কষ্ট-ক্লেশের ছাপ, আবার মাঝে মধ্যে প্রতিবেশী পরিবারের সাথে কলহ। সবমিলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে তার। সকাল হলে ভিক্ষার ঝুলিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অজানা উদ্দেশ্যে। বয়সের ভারে শরীর দুর্বল, সাদা

দাড়ি গোঁফ দিন দিন বড় হতে হতে অনেক লম্বা হয়ে যায় তার। অচেনা কেউ তাকে দেখলে প্রথমে আলাদাভাবে বুঝতেই পারবেন না যে তিনি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

একসময় মনোরঞ্জন ভাবলেন, হিন্দু হওয়ায় তিনি ভিক্ষা কম পাচ্ছেন। তাই তিনি এলাকার বাইরে পাঞ্জাবী আর টুপি পরে মুসলিমের বেশ ধারণ করে ভিক্ষা শুরু করেন। তার আয়-রোজগার বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্থানীয় লোকজন জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলেন, হিন্দু পরিচয় দিলে গ্রামের মানুষ ভিক্ষা দেয় না। এ জন্য গ্রামের বাইরে আমি টুপি পাঞ্জাবী পরে ভিক্ষা করি এবং তারা আমাকে মুসলিম হিসেবেই জানে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা **ডাক দিয়ে যাই**-এর মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হন মনোরঞ্জন। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে নিয়মিত আয়ের পথ তৈরির জন্য প্রথমে তাকে একটি গাভী, কয়েক জোড়া কবুতর, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা, বাড়ির আঙিনায় উৎপাদনের জন্য সবজির বীজ দেয়া হয়। এরপর নিজের চেষ্টায় এবং সংস্থার তদারকিতে অবস্থার পরিবর্তন হয় তার ।

নিজের অবস্থা এভাবে ব্যাখ্যা করেন মনোরঞ্জন-- 'বর্তমানে নিজের ঘরে ঘুমাই, তিন বেলা খেতে পারি, গাভীর দুধ, হাঁস-মুরগীর ডিম, কবুতরের বাচ্চা এবং সবজি বিক্রি করে সংসার ভালই চলে। প্রতি মাসে কিছু টাকা গ্রামীণ ব্যাংকে সঞ্চয়ও করি। আমাকে এখন আর কেউ ভিক্ষুক বলে না। আমি এখন সমাজে মনোরঞ্জন বাবু।'

উল্লেখ্য, বিগত ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন মনোরঞ্জনের সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে দেখতে যান। সে সময় মনোরঞ্জন বলেন, 'আপনাদের সাথে আমার বেশি কথা বলার সময় নেই, গরুর জন্য ঘাস কাটতে যেতে হবে।'

দিনে দিনে মনোরঞ্জন মণ্ডলের সংসারে সচ্ছলতা বাড়তে থাকে। প্রায় বিকালেই মনোরঞ্জনকে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দেখা যায়। অনুষ্ঠানে দেখা যায় পরনে মাড় দেয়া সাদা পাঞ্জাবী, ধবধবে সাদা ধুতি আর কালো নাগরা পায়ে। সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি মনোরঞ্জনের। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের চোখ পড়ল মনোরঞ্জনের সম্পদের দিকে। আবারও থেমে গেল তার জীবন সংগ্রামের চাকা।

১৮ অক্টোবর ২০১৭ দিবাগত রাতে গোয়াল থেকে এক লক্ষ টাকার গাভী এবং ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের বাছুর চুরি হয়ে যায় তার। ভোর না হতেই প্রতিদিনের মত গরুর খবর নিতে দরজা খুলে মনোরঞ্জন সস্ত্রীক গোয়ালে যান, গিয়ে দেখেন তাদের সংসারের রোজগারের সম্পদ দুটি আর নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়েন মনোরঞ্জন, বাকশূন্য তার স্ত্রী। চারিদিকে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকান তিনি। দু'চোখ বেয়ে নামে বেদনার অশ্রুধারা।

বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মনোরঞ্জনকে দিয়ে পিরোজপুর সদর থানায় অজ্ঞাত নামে গরু চুরির একটি মামলা দায়ের করা হয়। বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো, পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও গরুর কোন সন্ধান করতে পারলো না। গরুর শোকে দিন দিন মনোরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন, পথ পানে অসহায়ের মত চেয়ে থাকেন সবসময়। কখনও সমৃদ্ধি অফিসে আবার কখনও বা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "স্যার, আমার গরুটা কি পাওয়া গেছে?"

উপায়ান্তর না দেখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের উদ্যোগে সকল স্টাফদের সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে মনোরঞ্জনকে আবারও একটি বাছুরসহ দুধেল গাভী কিনে দেয়া হলো, সাথে দেয়া হলো একটি টর্চ লাইট। আরও মজবুত করে দেয়া হলো গোয়াল ঘর, মজবুত বেড়া, লোহার শিকল ও বড় তালা। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই মনোরঞ্জন মণ্ডলের মুখে আবারও হাসি ফুটে উঠল। স্ত্রীর মুখে আর মলিনতা নেই, আছে সচ্ছলতা আর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়।

বর্তমানে তার ৪টি গরু, ২টি ছাগল, ২০টি মুরগী, ২৫টি হাঁস, ১৬টি কবুতর, উঠানে নানান রকমের সবজি ও ফল গাছ রয়েছে। আজ তার বাড়িটি একটি আদর্শ সমৃদ্ধ বাড়ি হিসাবে গড়ে উঠেছে।

অনুভূতির কড়চা

“মুই (আমি) বুক ফুলিয়া মানুষকে বলতে পারে মুই এখন আর ভিক্ষা করি না, কামাই করি খাই। মুই গর্ব করি মোর কর্ম নিয়ে। মুই গর্ব করি মানবিক সাহায্য সংস্থাকে নিয়ে, যে সংস্থাটি মোকে (আমাকে) ভিক্ষা নামের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে।”

১

কালিপদ রায়
বাঙালিপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী
সহযোগী সংস্থা: মানবিক সাহায্য সংস্থা

‘শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় কোনো কাজ করতে পারতাম না। তাই স্থানীয় বাজারে ভিক্ষার আয়ে নিজের সংসার চলতো। পিকেএসএফ আমাকে টিনের ঘর করে দেয়, গাভী কিনে দেয়। হাঁস-মুরগি কিনে দেয় সবজি আবাদের জন্য বীজ দেয় ও ছোট ব্যবসার জন্য এককালীন টাকাও দেয়। আমি এখন ভিক্ষা ছেড়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছি। আমি দুধ বিক্রির আয় থেকে সংসার চালাই।

২

মোঃ ইসমাইল মিয়া
ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাঙামাটি
সহযোগী সংস্থা: আইডিএফ

অনুভূতির কড়চা

“মুই (আমি) ছোট থাকার সময় আব্বা-আম্মা মারা যায়। ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষায় নামতে বাধ্য হই। পিকেএসএফ বাছুরসহ দুটি গাই, ছয়টি হাঁস, সাতটি ভেড়া কিনে দেয় পালার জন্য, সাথে কিছু টাকা। গরুর দুধ ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি, বাচ্চাটার লেখাপড়া করাচ্ছি। মুই এখন ভিক্ষা করি না।”

৩

মেরিনা বেগম
বড়তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট
সহযোগী সংস্থা: এসো

“আমি স্টোকো (ব্রেইন স্ট্রোক) করেছিলাম। বাও হাত ও বাও পা অবশ অয়ে (হয়ে) গেছিল গা। আমিই খালি কামাই (আয়) করতাম। হেইডা (সেটা) বন্ধ ওইয়া গেলে কষ্টের আর সীমা থাকে না। কষ্টের ঠেলায় মেয়েকে গার্মেন্টসে পাডাই দিয়া পোলারে লইয়া বিক্কা (ভিক্ষা) কাজের জন্য নাইমা পড়ি। বহুতবার এই বিক্কা থেকে বাহির হবার চাইলেও মাইনষের কারণে বাইর অবার (হবার) পারি নাই। পিকেএসএফ-এর কারণে আমি এ্যাহন আর বিক্কা করি না।”

৪

মোঃ মাহাবুর রহমান মীর
ফুলপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
সহযোগী সংস্থা: গ্রামাউস

অনুভূতির কড়চা

"ভিক্ষুক জীবনের শ্যাষ হইছে। এখন মানুষ দোকানি ও গোয়ালা মিনারা নামে চিনে। আল্লার রহমে বুড়া মা ও চার মেয়েরে নিয়া সুখে-শান্তিতে আছি।"

৫

মোছাঃ মিনারা বেগম
পানপটি, গলাচিপা, পটুয়াখালী
সহযোগী সংস্থা: সাউথ এশিয়া
পার্টনারশীপ-বাংলাদেশ

"আমি আর ভিক্ষা করি না। আমার পোলা সোনা মিয়া রিকশা চালায়। সে বাজার করে, কাপড় কেনে, অসুখ হলে ডাক্তার কাছে নিয়ে যায়। আমার এখন আর অভাব নাই। সোনা মিয়ার দুই ছেলে-মেয়ে। তারা স্কুলে যায়।"

৬

মোছাঃ ফুলবানু বেওয়া
দাইন্যা, সদর, টাঙ্গাইল
সহযোগী সংস্থা: এসএসএস

অনুভূতির কড়চা

"মুদি মাল ও চা বিক্রির ব্যবসা করি এলা। এলা (এখন) বিক্কা (ভিক্ষা) করি না। ব্যবসা ভালা চলবাম (চলে)। দিনে আয় ২০০-২৫০ টাকার মতো হয়।"

৭

মোছাঃ হাফেজা বেগম
বাট্টাজোড়, বকশীগঞ্জ
জামালপুর
সহযোগী সংস্থা:
সাজেদা ফাউন্ডেশন

"আমি আজাদের বাজারের কাছে একটি ফাস্টফুডের দোকান দেই। প্রথম প্রথম দোকানে খুব ভালো বেচাকেনা হতো। কিছুদিন পরেই বাজারে অন্য একটা ফাস্টফুড দোকান হওয়ায় বেচাকেনা কিছুটা কমে যায়। তখন ঐ ব্যবসা বাদ দিয়ে ধানের ব্যবসা শুরু করলাম। এতে আরো বেশি লাভ হতে থাকে। ব্যবসা ভালো হওয়ায় কাঁচা ঘর ভেঙ্গে বসতঘর পাকা করলাম। আমার ছেলে এখন দুবাই থাকে। সেখান থেকে প্রতিমাসে ১৫-২০ হাজার টাকা পাঠায়। আমার এখন প্রায় ৭-৮ লাখ টাকার সম্পদ হয়েছে।"

৮

মোছাঃ নূরজাহান বেগম
পাঁচগাঁও, রাজনগর
মৌলভীবাজার
সহযোগী সংস্থা:
হীড বাংলাদেশ

ভবিষ্যৎ আশাবাদ

ভিক্ষাবৃত্তি একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র চিহ্নিত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তো বটেই। এটি রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য খুবই অমর্যাদার। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্র ও সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যক্রম ও আইন করে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের দেশেও ভিক্ষাবৃত্তি রোধে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভিক্ষুক সংখ্যা বেড়েই চলছে। আবার এক শ্রেণির প্রতারক ও স্বার্থান্বেষী মহল ভিক্ষাবৃত্তিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করে হাতিয়ে নিচ্ছে অনেক অর্থ, যার সংবাদ প্রায়ই আমরা জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে পেয়ে থাকি।

এই সামাজিক ব্যাধি ও অমর্যাদাকর পেশার বিলুপ্তি করা অতীব জরুরি। পিকেএসএফ তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সহযোগী সংস্থার নিরলস সহযোগিতায় দেশের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন করে আসছে। সারা দেশের সকল ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা পিকেএসএফ-এর পক্ষে সম্ভব নয়। ভিক্ষুক পুনর্বাসনে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। যে গ্রামে বা ইউনিয়নে ভিক্ষুক আছে, সে গ্রামের সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ ৫/১০ টাকা দান না করে, সে টাকা সঞ্চয় করে, সকলের সঞ্চিত টাকা দিয়ে ঐ এলাকার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্ত গ্রাম বা ইউনিয়ন করা সম্ভব।

এভাবে গ্রাম, ইউনিয়ন, জেলা এমনকি দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করা সম্ভব। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর ভিক্ষুক পুনর্বাসন কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতোমধ্যে অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী ২,০০,০০০ টাকা এবং জনাব আদান ইসলাম ১,০০,০০০ টাকা দান করেছেন। তাদের প্রদানকৃত টাকায় ৩ জন উদ্যমী সদস্যকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

পিকেএসএফ-এর পুনর্বাসিত অন্যান্য সদস্যের মতোই তাদেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে তারা কেউ আর ভিক্ষা করেন না, পরিবারের সকলকে নিয়ে আনন্দের সাথে বসবাস করছেন।

উদ্ভাবন সংস্কৃতি-সচেতনতা প্রশিক্ষণ সম্পদ পুনর্বাসন সাম্য ন্যায়বিচার
সমতা পুঁজি দারিদ্র্য সমৃদ্ধি সক্ষমতা আয়বৃদ্ধি
সম্পদ উদ্ভাবন সাম্য টেকসই-উন্নয়ন উদ্ভাবন
মানবমর্যাদা অতিদারিদ্র্য মূল্যবোধ
সমতা ন্যায়বিচার উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্তি পুঁজি
প্রশিক্ষণ নৈতিকতা

সমৃদ্ধি টিম

উদ্ভাবন সংস্কৃতি-সচেতনতা প্রশিক্ষণ সম্পদ পুনর্বাসন সাম্য ন্যায়বিচার
সমতা পুঁজি দারিদ্র্য সমৃদ্ধি সক্ষমতা আয়বৃদ্ধি
সম্পদ উদ্ভাবন সাম্য টেকসই-উন্নয়ন উদ্ভাবন
মানবমর্যাদা অতিদারিদ্র্য মূল্যবোধ
সমতা ন্যায়বিচার উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্তি পুঁজি
প্রশিক্ষণ নৈতিকতা

পরিশিষ্ট: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়ন ও সংস্থাসমূহের তালিকা

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স (সিসিডিএ)	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	ইলিয়টগঞ্জ
২	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর
৩	গ্রামাউস (গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা)	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	ফুলপুর
৪	জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন	যশোর	অভয়নগর	পায়রা
		মাগুরা	শালিখা	ধনেশ্বরগাতি
৫	জাকস ফাউন্ডেশন	জয়পুরহাট	সদর	ধলাহার
			পাঁচবিবি	আইমারসুলপুর
৬	নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	আটুলিয়া
৭	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, (পিএমইউকে)	সুনামগঞ্জ	সদর	সুরমা
৮	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সদর	রাণীহাটি
			নাচোল	নিজামপুর
৯	এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধা	সাঘাটা	সাঘাটা
				কামালের পাড়া
				ভরতখালি
			গাইবান্ধা সদর	বোয়ালী
১০	সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি)	বরগুনা	পাথরঘাটা	পাথরঘাটা
			বামনা	ডেউয়াতলা
১১	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	কাঁচিকাটা
			গোসাইহাট	আলাওলপুর
		চাঁদপুর	হাইমচর	আলগি
১২	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)	ফরিদপুর	বোয়ালমারি	সাতৈর
১৩	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এসডিআই)	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	হরিশপুর
		মানিকগঞ্জ	ঘিওর	বানিয়াজুড়ি

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
১৪	সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	টাঙ্গাইল	সদর	দাইন্যা
		গাজীপুর	কালিগঞ্জ	বাহাদুরসাদি
১৫	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)	ঢাকা	ধামরাই	সোমভাগ
১৬	সলিডারিটি	কুড়িগ্রাম	সদর	ঘোগাদহ
১৭	সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ বাংলাদেশ (স্যাপ)	পটুয়াখালী	গলাচিপা	পানপট্টি
১৮	টিএমএসএস	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	তেঁতলী
		বগুড়া	শিবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
		মৌলভীবাজার	রাজনগর	ফতেপুর
			রাজনগর	টেংরা
			রাজনগর	কামারচাক
			রাজনগর	উত্তরভাগ
			সদর	আমতলা
		সুনামগঞ্জ	ধিরাই	তাড়ল
১৯	ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশন (উদ্দীপন)	পিরোজপুর	জিয়ানগর	পাড়েরহাট
		চট্টগ্রাম	বাঁশখালি	কালিপুর
২০	ওয়েভ ফাউন্ডেশন	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	সীমান্ত
				বাঁকা
			দামুরহুদা	মদনা
		মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	জামির্ত্তা
		চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	উথলী
				কেডিকে
				মনোহরপুর
২১	ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সৈয়দপুর
		রাঙামাটি	কাউখালী	কলমপতি
		খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	পানছড়ি

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
২২	সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোস্যাল এ্যাকশন (কারসা)	মাদারীপুর	কালকিনি	আলীনগর
২৩	দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)	মেহেরপুর	সদর	কুতুবপুর
২৪	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)	ঠাকুরগাঁও	সদর	আউলিয়াপুর
			পীরগঞ্জ	জাবরহাট
			রাণীশংকৈল	বাচর
		লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	তুষভান্ডার
২৫	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)	বগুড়া	গাবতলী	গাবতলী
			সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি
২৬	হীড বাংলাদেশ	মৌলভীবাজার	রাজনগর	পাঁচগাঁও
				মুন্সিবাজার
		বরগুনা	সদর	আইলাপাতাকাটা
		মৌলভীবাজার	রাজনগর	রাজনগর
			রাজনগর	মনসুরনগর
			কমলগঞ্জ	আদমপুর
২৭	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)	রাঙামাটি	কাপ্তাই	ওয়াগ্গা
		চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	সাতকানিয়া
		বান্দরবান	সদর	সুয়ালক
		চট্টগ্রাম	রাউজান	কদলপুর
২৮	মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	ঘোড়জান
২৯	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)	দিনাজপুর	সদর	শশরা
			চিরিরবন্দর	ইসবপুর
৩০	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র (পিবিকে)	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	মিঠামইন
৩১	পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি (পিপিএসএস)	ফরিদপুর	সদর	মাচ্চর
			আলফাডাঙ্গা	বানা

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৩২	পিদিম ফাউণ্ডেশন	শেরপুর	সদর	লছমনপুর
৩৩	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)	ভোলা	চরফ্যাশন	আসলামপুর
				উমরপুর
৩৪	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন	নোয়াখালী	সদর	চরমটুয়া
৩৫	উন্নয়ন	খুলনা	বটিয়াঘাটা	জলমা
			ডুমুরিয়া	ভান্ডারীপাড়া
		সাতক্ষীরা	আশাশুনি	আশাশুনি
৩৬	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	মাগুরা	শ্রীপুর	কাদিরপাড়া
		যশোর	বাঘারপাড়া	নারিকেলবাড়িয়া
৩৭	কারসা ফাউন্ডেশন	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	আগরপুর
৩৮	ঘাসফুল	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	মেখল
				গুমান মর্দ্দন
৩৯	মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)	নীলফামারী	সৈয়দপুর	বাঙালীপুর
৪০	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	পাবনা	বেড়া	চাকলা
		নাটোর	গুরুদাসপুর	মুর্শিদা
৪১	পাতাকুঁড়ি সোসাইটি	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	সাতগাঁও
৪২	প্রত্যাশী	কক্সবাজার	মহেশখালী	কালারমারছড়া
		চট্টগ্রাম	পটিয়া	হাবিলাস দ্বীপ
			বোয়ালখালী	চারণদ্বীপ
৪৩	সাজেদা ফাউন্ডেশন	জামালপুর	বকশিগঞ্জ	বাট্টাজোড়
৪৪	এ্যাকশন ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	জুনিয়াদহ
৪৫	এহেড সোসাল অর্গানাইজেশন (এসো)	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	বড়তারা
৪৬	অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)	নড়াইল	সদর	হবখালী
৪৭	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট	ফেনী	সোনাগাজী	নবাবপুর

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৪৮	আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	ময়মনসিংহ	ভালুকা	হবিরবাড়ি
৪৯	এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	মাইজবাড়ি
৫০	এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)	ঢাকা	দোহার	নারিশা
		ফরিদপুর	সদরপুর	নারিকেলবাড়িয়া
৫১	বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ)	যশোর	মনিরামপুর	নিহালপুর
৫২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট (বাসা)	গাজীপুর	কাপাসিয়া	দুর্গাপুর
				রায়েদ
৫৩	বেডো	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	বোয়ালিয়া
		বগুড়া	আদমদীঘি	ছাতিয়ানগ্রাম
৫৪	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)	ঢাকা	নওয়াবগঞ্জ	নয়নশ্রী
৫৫	বাস্তব ইনিশিয়েটিভ ফর পিপলস সেল্‌ফ ডেভেলপমেন্ট	কক্সবাজার	পেকুয়া	শীলখালী
৫৬	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্রাকটিসেস (সিদিপ)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কশবা	মূলগ্রাম
			নবীনগর	রতনপুর
৫৭	সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেডেট প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)	রাঙামাটি	সদর	সাপছড়ি
৫৮	কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোসাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট ট্রাস্ট)	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	উত্তর ধুরং
৫৯	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)	ঝালকাঠি	নলছিটি	কুলকাঠি
		বাগেরহাট	চিতলমারী	সন্তোষপুর
৬০	কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ (সিডার)	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	বিশনন্দী

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৬১	ডাক দিয়ে যাই	পিরোজপুর	সদর	সিকদার মলিক
				দূর্গাপুর
				কলাখালী
				টোনা
৬২	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা	কুষ্টিয়া	মিরপুর	বাড়ইপাড়া
				মালিহাদ
			সদর	বারখাদা
৬৩	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অফ দ্যা রুরাল পুয়র (ডর্প)	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	রাজাপুর
৬৪	ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)	নরসিংদী	মনোহরদী	সুকুন্দি
৬৫	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস)	নোয়াখালী	হাতিয়া	নিঝুমদ্বীপ
			কবিরহাট	ধানসিঁড়ি
			হাতিয়া	চানন্দি
৬৬	ইনডেভার এনশিওর ডেভেলপমেন্ট এ্যাকটিভিটিস ফর ভার্নারেবল আন্ডারপ্রিভিলেজ রুরাল পিপল	হবিগঞ্জ	নবিগঞ্জ	খরগাঁও
৬৭	ফেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফআইভিডিবি)	সুনামগঞ্জ	ছাতক	শৈলা আফজালাবাদ
		সিলেট	সদর	হাটখোলা
৬৮	গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)	মাদারীপুর	রাজৈর	খালিয়া
৬৯	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	হরিরামপুর
			বিরামপুর	জোতবানী
৭০	গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	গংগাপুর
৭১	ইন্ট্রিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইসিডিএ)	বরিশাল	মুলাদি	কাজির চর
৭২	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)	নওগাঁ	বদলগাছি	কোলা

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৭৩	কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)	রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	দৌলতদিয়া
			রাজবাড়ি সদর	খানখানাপুর
৭৪	কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (কেপিইউএস)	কুষ্টিয়া	খোকশা	আমবাড়িয়া
৭৫	মমতা	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	বরকল
			হাটহাজারী	গড়দুয়ারা
				উত্তর মাদার্শা
৭৬	মৌসুমী	নওগাঁ	মহাদেবপুর	চেরাগপুর
৭৭	মুক্তি কক্সবাজার	কক্সবাজার	সদর	চৌফলাডাঙ্গা
৭৮	নবলোক পরিষদ	বাগেরহাট	ফকিরহাট	মূলঘর
৭৯	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চর সেনসাস
		শরীয়তপুর	নড়িয়া	নওপাড়া
৮০	নিউ এরা ফাউন্ডেশন	নাটোর	লালপুর	দুয়ারিয়া
		পাবনা	ঈশ্বরদী	ছলিমপুর
৮১	অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (অপকা)	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	করের হাট
৮২	অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল একটিভিটিজ (ওসাকা)	পাবনা	ঈশ্বরদী	শাহপুর
৮৩	পাবনা প্রতিশ্রুতি	পাবনা	সদর	দোগাছি
৮৪	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	চাঁদপুর	মতলব (দক্ষিণ)	খাদেরগাঁও
৮৫	পলাশিপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)	মেহেরপুর	মুজিবনগর	মোনাখালী
			গাংনী	তেঁতুলবাড়িয়া
৮৬	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে)	নারায়ণগঞ্জ	রপগঞ্জ	গোলকান্দি
৮৭	পল্লী প্রগতি সমিতি	পটুয়াখালী	সদর	জৈনকাঠি

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৮৮	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ	নওগাঁ	মান্দা	গণেশপুর
৮৯	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	জাফরাবাদ
		কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	শিবপুর
৯০	পল্লী শ্রী, দিনাজপুর	দিনাজপুর	বিরল	ফরাক্কাবাদ
				রাজারামপুর
৯১	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)	পাবনা	চাটমোহর	গুনাইগাছা
৯২	আরডিআরএস-বাংলাদেশ	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	ভজনপুর
			দেবীগঞ্জ	দেবীডোবা
		কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	বেরুবাড়ী
৯৩	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	আড়িয়াল
		পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	কদমতলা
				শরিকতলা
				শংকরপাশা
		মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	রাঢ়ীখাল
			টঙ্গীবাড়ি	বালিগাঁও
		গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	কুশলী
৯৪	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)	শেরপুর	নালিতাবাড়ি	মরিচপুরাণ
৯৫	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)	খুলনা	পাইকগাছা	গদাইপুর
		চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	হাসাদাহ
				আব্দুলবাড়িয়া
				রায়পুর
৯৬	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চর এলাহী
			সুবর্ণচর	চর আমানউল্যাহ
৯৭	সমাধান	যশোর	কেশবপুর	পাঁজিয়া

ক্র	সংস্থার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৯৮	সামাজিক সেবা সংগঠন (এসএসএস)	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	সহদেবপুর
৯৯	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	সখিপুর
১০০	শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	রাজশাহী	তানোর	কামারগাঁ
১০১	শতফুল-বাংলাদেশ	রাজশাহী	পুটিয়া	বানেশ্বর
			বাগমারা	গনিপুর
			মোহনপুর	জাহানাবাদ
১০২	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	এলাঙ্গী
১০৩	সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি (সেতু)	টাঙ্গাইল	মধুপুর	গোলাবাড়ি
১০৪	সোশ্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)	নরসিংদী	শিবপুর	আইয়ুবপুর
১০৫	সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসোর্স ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	নোয়াগাঁও
			লক্ষ্মীপুর সদর	লাহারকান্দি
১০৬	সৃজনী বাংলাদেশ	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	ঘুগরী পাড়াপাড়া
১০৭	সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	পঞ্চগড়	বোদা	বোদা
১০৮	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	চান্দাইকোনা
১০৯	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	লক্ষণপুর
১১০	মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র	চট্টগ্রাম	রাউজান	হলদিয়া
১১১	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি	নেত্রকোনা	সদর	সিংহের বাংলা
১১২	এসোসিয়েশন ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড পিপল (আপ)	চাঁদপুর	মতলব (উত্তর)	বাগানবাড়ি
১১৩	দাবী- মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা	নওগাঁ	বদলগাছি	বিলাশ বাড়ি
১১৪	সমকাল -সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	রংপুর	পীরগঞ্জ	পাঁচগাছি
১১৫	সেলফ হেলপ এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)	নীলফামারী	সৈয়দপুর	বোলতাগাড়ি
১১৬	শক্তি ফাউন্ডেশন	কুমিল্লা	তিতাস	মজিদপুর
সর্বমোট		**৬৪**	**১৬৫**	**২০২**

সমৃদ্ধি ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪, ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org